**ISSN Print:** 2394-7500
**ISSN Online:** 2394-5869
**Impact Factor:** 8.4
IJAR 2021; 7(2): 315-319
www.allresearchjournal.com
Received: 18-12-2020
Accepted: 26-01-2021

**Dr. Indrajit Pramanik**
Former PhD Scholar,
Department of Sanskrit,
Pali & Prakrit, Visva Bharati
University, Santiniketan,
West Bengal, India

**Corresponding Author:**
**Dr. Indrajit Pramanik**
Former PhD Scholar,
Department of Sanskrit,
Pali & Prakrit, Visva Bharati
University, Santiniketan,
West Bengal, India

# ভাসের নাট্যরচনায় শিশু জগৎ – একটি অধ্যয়ন

**Dr. Indrajit Pramanik**

**সারসংক্ষেপঃ**
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভাস। প্রথিতযশা ভাস প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারগণের অন্যতম। তাঁর রচিত তেরোখানি নাটক সংস্কৃত সাহিত্য জগতে এক অমূল্য সম্পদ। কাহিনী বিন্যাস, রস পরিবেশন, সংলাপ সমুদ্ভাবনের পাশাপাশি চরিত্র চিত্রণে ভাসের নৈপুণ্য তুলনাহীন। ভাসের নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপণার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। চরিত্রগুলি নাট্যশাস্ত্রের বাধা ছকে চালিত হয়নি। চরিত্রগুলির উৎস রামায়ণ কিংবা মহাভারত হলেও ওই একই চরিত্রকে তিনি আপন মহিমায় আলোক সামান্য প্রতিভায় প্রস্ফুটিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি কোনটিই একে অন্যের প্রতিরূপ হয়নি।
ভাসের অঙ্কিত নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় শিশুচরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর অমর লেখনী প্রসূত বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিশুচরিত্রগুলি হল- দুর্জয়, (ঊরুভঙ্গম্), ঘটোৎকচ (মধ্যমব্যায়োগম্), দামোদর (বালচরিতম্), ইত্যাদি। শিশুকে তিনি চিত্রিত করেছেন আন্তরিক অকৃত্রিম অপত্য স্নেহে অভিষিক্ত করে এবং স্নেহপ্রবন পিতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর গাত্রস্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করেছে। ঊরুভঙ্গ নাটকের কথাই ধরা যাক, রণক্ষেত্রে দুর্যোধন শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ক্ষতবিক্ষত, তবু পুত্র দুর্জয়ের উপস্থিতিতে তাঁর স্নেহালু হৃদয় তাঁকে শতগুণে ক্লিষ্ট করেছে। কোথাও শিশুচরিত্র আবার নাট্যকারের লেখনীতে অতিমানবীয় হয়ে উঠেছে। যেমন 'বালচরিতম্' নাটকে বসুদেব পুত্র দামোদর শিশু চরিত্র। কালিয়দমন, কংসবধ, অরিষ্টর্ষভবধ ইত্যাদি সব অতিমানবীয়তা আলৌকিক কাজ সে সাধন করেছে। কোথাও মাতার যথার্থ আজ্ঞা পালনকারী হিসাবে শিশু চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মধ্যমব্যায়োগ নাটকের ঘটোৎকচ চরিত্রটি । ভীমসেন ও ব্রাহ্মণের শত অনুনয় উপেক্ষা করে সে মায়ের ভোজ্যের জন্য একটি মাত্র মানুষের দাবিতে অচল থেকেছে। অরণ্যবাসের সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী হিড়িম্বা ও পুত্র ঘটোৎকচের মিলন দেখানোই উক্ত নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভীমসেনের সঙ্গে স্ত্রী হিড়িম্বার পুনঃমিলনের ক্ষেত্রে অণুঘটকের কাজ করেছে ঘটোৎকচ চরিত্রটি । পাঠক সমাজের নিকট শিশু চরিত্রগুলি বেশ রসবোধক, অনিন্দ্যসুন্দর ও উপভোগ্য। শুধু অভিনয়ই নয় আধো আধো মিষ্টি মিষ্টি সংলাপের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তারা পাঠকের হৃদয় গুহায় স্থান করে নিয়েছে। যদিও শিশু চরিত্রগুলির উপস্থিতি শুধুমাত্র দর্শকের মনোতৃপ্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কিংবা নাটকীয় রসবোধ অলংকরণ সৃষ্টিতে নয়, নাট্যকাহিনীকে প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে তথা নাট্যকাহিনীকে সার্থকরূপ দেওয়ার নেপথ্যে শিশু চরিত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম ।

**সূচক শব্দাবলীঃ** প্রথিতযশা, সমুদ্ভাবন, হৃদয়গ্রাহী, অনিন্দ্যসুন্দর, অনবদ্য, অতিমানবীয়তা ।

## প্রধান অংশঃ

কালিদাস পূর্বযুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথিতযশা ভাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারগণের অন্যতম ভাস। যদিও তাঁর আবির্ভাব কাল ও জন্মস্থান নিয়ে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। ডঃ এ পি ব্যানার্জী শাস্ত্রীর মতে ভাস খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কবি । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গণপতি শাস্ত্রী প্রমুখ গবেষকগণ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীকে ভাসের সময়কাল বলেছেন। পুশলকের মতে ভাসের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম অথবা চতর্থ শতক। ভাস ঠিক কোথাকার কবি ছিলেন এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও অনেকের অভিমত তিনি উত্তর ভারতের কবি।
ভাসের আবির্ভাব কালের ন্যায় তাঁর রচিত নাটকগুলি ছিল বিদ্বজনের কাছে অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে ১৯০৯-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহামোহপাধ্যায় টি গণপতি শাস্ত্রী কেরলের

পদ্মনাভপুর অঞ্চলে মনলিক্কর নামক মঠে দুটি পুঁথিতে মোট তেরোখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন যা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শাস্ত্রী মহাশয় তুলনামূলক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের দ্বারা দাবি করেন যে উক্ত তেরোখানি নাটকের রচয়িতা ভাস। A.B.Keith, K.P.Jayaswal, A.D.Pusalkar, Dr.Thomas প্রমুখ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেও আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিতে ভাসের নাম না থাকায় অনেকে আবার সেগুলি ভাসের রচনা বলে মানতে নারাজ। আবিষ্কৃত নাটকগুলির রচয়িতা ভাস না অন্য কেউ -এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক শুরু হওয়ায় এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। যা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'ভাস সমস্যা' (Bhasa Problem) নামে পরিচিত।

যাইহোক, ভাসের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল ও সুবোদ্ধ। ছন্দবদ্ধ সংলাপ গুলি অপেক্ষাকৃত সহজ। কাহিনী বিন্যাস, রস পরিবেশন, সংলাপ সমুদ্ভাবনের পাশাপাশি চরিত্র চিত্রণে ভাসের নৈপুণ্য তুলনাহীন। ভাসের নাট্য প্রতিভার সার্থক ফসল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি। তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপণার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মানবমনের গভীরে তিনি ডুব দিতে জানেন বলেই তাঁর নাট্যচরিত্রগুলি জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে। চরিত্রগুলি নাট্যশাস্ত্রের বাধা ছকে চালিত হয়নি। তাঁর চরিত্র চিত্রণে প্রধান্ দিক হল স্বাভাবিকতা, সজীবতা ও বিচিত্রতা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে একদিকে যেমন রয়েছে জীবন ধর্মীতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে নাটকে বর্ণিত ঘটনার বা ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে চরিত্রের একটি সুসঙ্গত আনুগত্য। তাঁর লেখনী যাদুবলে চরিত্রগুলি একটি নিজস্বতা রূপ পেয়েছে। চরিত্রগুলির উৎস রামায়ণ কিংবা মহাভারত হলেও ওই একই চরিত্রকে তিনি আপন মহিমায় আলোক সামান্য প্রতিভায় প্রস্ফুটিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি কোনটিই একে অন্যের প্রতিরূপ হয়নি।

ভাসের অঙ্কিত নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় শিশুচরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর অমর লেখনী প্রসূত বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিশুচরিত্রগুলি হল- দুর্জয়, (ঊরুভঙ্গম্), ঘটোৎকচ (মধ্যমব্যায়োগম্), দামোদর (বালচরিতম্), ইত্যাদি। যদিও কবির ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস রহস্যাবৃত তথাপি তাঁর রচনা পাঠকরে মনে হয়েছে শিশুচরিত্র রূপায়ণে তিনি নানাভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহন করেছেন। শিশুকে তিনি চিত্রিত করেছেন আন্তরিক অকৃত্রিম অপত্য স্নেহে অভিষিক্ত করে এবং স্নেহপ্রবন পিতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর গাত্রস্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করেছে। ঊরুভঙ্গ নাটকের কথাই ধরা যাক, রণক্ষেত্রে দুর্যোধন শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ক্ষতবিক্ষত, তবু পুত্র দুর্জয়ের উপস্থিতিতে তাঁর স্নেহালু হৃদয় তাঁকে শতগুণে ক্লিষ্ট করেছে। পুত্রের হৃদয়স্পর্শী স্নেহের বারি বর্ষণে তার সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণা যেন মুহূর্তের মধ্যে উবে গেছে। শ্রান্ত ছোট্ট শিশু পিতার স্নেহ লাভের জন্য পিতৃক্রোড়ে উপবেশনে উদ্যত হয়েছে। ছোট্ট শিশু দুর্জয় তো জগতের পথে এখনো অগ্রসর হয়নি। সে জানে না যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা কি জিনিস, সে জানে না যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষয়ক্ষতি, সে জানে না জয়-পরাজয়, সে জানে শুধু পিতার সান্নিধ্য পেতে, পিতার ভালবাসা ও স্নেহ পেতে, পিতার ক্রোড়ে বসে রূপকথার গল্প শুনতে। তাই সে পিতার ক্রোড়ে উপবেশনে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস মন চাইলেও শরীর আজ সাথ দিল না। হৃদয় ভগ্ন না হলেও আজ তার শরীর ভগ্ন। তাই শারীরিক ভাবে অক্ষম দুর্যোধন দুর্জয়কে ক্রোড়ে উপবেশন করা থেকে বিরত করেছেন। কিন্তু অবোধ শিশু বুঝতে পারছে না এ নিষেধের কারণ কি হতে পারে? আর বুঝতে যাবেই বা কেন? পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করা যে তার অহরহ নিত্য অভ্যাস। তাই পিতার স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণে আজ সে কিংকর্তব্যবিমুঢ়, হতাশ। তবু সে বিস্ময় মাখা সরল মনে পিতাকে প্রশ্ন করেছে- "অঙ্ক উপবেশং কিং নিমিত্তং ত্বং বারয়সি?" [1] অর্থাৎ 'কেন তুমি আমাকে কোলে উঠতে নিষেধ করছ ?' পুত্রের এরূপ প্রশ্নবানে পিতা জর্জরিত, হতবম্বিত, বিস্মিত, সচকিত। না, উত্তর তাঁকে দিতে হল- "অদ্য প্রভৃতি নাস্তীদং পূর্বভুক্তং তবাসনম্ ।" [2] 'অর্থাৎ তোমার পূর্বের অধিকৃত এই আসনটি আর নেই ।' অবুঝ শিশুটি তখনও বুঝতে পারল না অঙ্কে উপবেশনের নিষেধের প্রকৃত কারণ কি? তার কচিমন শুধু এতটুকু উপলব্ধি করতে পারল, পিতা হয়তঃ কোথাও যাবেন তাই তাকে নিষেধ করছেন। তাই সে পিতাকে বলেছে "কুত্র ন খলু মহারাজ্যে গমিষ্যতি ?" [3] 'অর্থাৎ মহারাজ তুমি কি কোথাও যাবে?' দুর্যোধন জানায়, "ভাতৃশতমনুগচ্ছামি" [4]। 'অর্থাৎ তিনি শতভ্রাতার পথ অনুগমন করবেন।' পিতার এই জটিল কথার অর্থ দুর্জয়ের বোধগম্য হল না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, সেও পিতার সাথেই যাবে -"মামপি তত্র নয় ।" [5] অর্থাৎ 'আমাকেও সেখনে নিয়ে চল। '-এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুর্জয়ের অপার পিতৃভক্তি, পিতৃপ্রেম, পিতৃসঙ্গ গুণটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

পিতার প্রতি তার যে অকৃত্রিম ভক্তি, ভালবাসা তা আর একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যখন দুর্যোধন জানায় যে তার উঠে যাওয়ার শক্তি নেই। তখন দুর্জয় বলেছে- "অহং ত্বাং নেষ্যামি।" [6] অর্থাৎ 'আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।'

অতএব দেখা যাচ্ছে, মহাভারতের দুর্যোধনের সঙ্গে ভাসের দুর্যোধনের বিস্তর অমিল রয়েছে। মহাভারতের দুর্যোধনকে আমরা পেয়েছি উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট, দাম্ভিক, কামুক, পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী শাসক রূপে যার মধ্যে দয়া-মায়া অনুপস্থিত, আছে শুধু অন্তরে বিষ, ঈর্ষা, অসূয়া, অর্থলোলুপ। এহেন দুশ্চরিত্রের অধিকারী দুর্যোধন যে পাঠকবর্গের নিকট ঘৃণ্য ভিলেন চরিত্রের মত প্রতিপন্ন হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই লম্পট, ঘৃণ্য চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন দুর্যোধনকে দর্শকবৃন্দের নিকট দয়াবান, মহৎ, হৃদয়বান, বীর ইত্যাদি সুচারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রূপে তুলে ধরাই ছিল ভাসের নিকট এক প্রকার চ্যালেঞ্জ। তাঁর সেই চ্যালেঞ্জকে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ করতে দুর্জয় শিশু চরিত্রকে আনয়ন করেছেন। হোক না মূল মহাভারত থেকে তাঁর কাহিনী কিছুটা বিকৃত। স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে তিনি যে দর্শকবৃন্দ বা পাঠকবর্গকে আনন্দের সুধা দান করেছেন এই তো ঢের। তাঁর স্বতন্ত্রতার এমন-ই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নাটকে দুর্জয় শিশুচরিত্রের আগমন। যা মূল মহাভারতে অনুপস্থিত। দুর্যোধন ও শিশুপুত্র দুর্জয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পাঠককুল এক 'অন্য' দুর্যোধনকে পেয়েছে। চিরাচরিত মূল মহাভারতে যে দুর্যোধনকে তারা দেখে আসছিল এখানে সেই ঘৃণা, অবজ্ঞা ইত্যাদির ঘোমটাকে উন্মোচন করে তারা খুব সহজেই স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, মায়া ইত্যাদি সুকুমার চরিত্রের অধিকারী দুর্যোধনকে আপন করে নিয়েছে, তার দুঃখে সমব্যথী হয়েছে, অন্তরে বর্ষিত হয়েছে স্নেহের বারি। মূল মহাভারতে যে দুর্যোধনের জন্য পাঠক কিংবা দর্শকবৃন্দের ক্রোধবশতঃ চক্ষু অনল শিখায় জ্বলছিল সে চক্ষু এখন দুর্যোধনের অন্তিম করুণ পরিণতি দেখে শ্রাবণের ধারায় বর্ষিত হচ্ছে।

শিশুর শৈশবকালে যদি ভয়, আতঙ্ক, ঘৃণা, অত্যাচার, অনাচারের বাতাবরণ থাকে তবে তা শিশুমনের ওপর প্রভাব ফেলবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেও বড় হয়ে উদ্ধত অশালীন আচরণের বশবর্তী হবে অথবা শিশু বয়স থেকেই তারন্তরে হিংস্রতার প্রতিশোধস্পৃহা বাসা বাঁধবে অথবা সে বিষাদময়তায় আসক্ত হবে,ফলস্বরূপ যার পরিণামও হবে অত্যন্ত নেতিবাচক। দুর্যোধন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের ইতি টানতে চাইছিলেন। তিনি চাইছিলেন তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরোধের সমাপ্তি হোক, কৌরব-পাণ্ডব শত্রুতা ভুলে আবার মিত্রতায় আবদ্ধ হোক। তাই তিনি চাননি তাঁর উত্তরসূরী ভবিষ্যতে পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নিক। আর সেইজন্যই পাণ্ডবদের জ্ঞাতি মনে করে দুর্যোধনের কণ্ঠে বেজে উঠেছে শত্রুর প্রশংসামূলক স্তুতি। দুর্জয়কে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে ঠিক তেমনি আচরণ করতে বলেছেন যা অর্জুনপুত্র অভিমন্যু করত। তাইতো দুর্জয়ের প্রতি দুর্যোধনের কণ্ঠে প্রতিধ্বণিত হয়েছে- "তত্রভবত্যাশ্চাং বায়াঃ কুন্ত্যা নিদেশো বর্ত্যয়িতব্যঃ । অভিমন্যোর্জননী দ্রৌপদি চোভে মাতৃবৎপূজয়িতব্যে ।" [7] অর্থাৎ 'পুত্র দুর্জয়, পাণ্ডবদের সেবা করবে, পূজনীয়া মাতা কুন্তীর আজ্ঞা পালন করবে, অভিমন্যু জননী সুভদ্রা ও দ্রৌপদী উভয়কেই মাতৃবৎ সম্বোধন করবে।' এই একটি কথার মধ্য দিয়েই দুর্যোধন পুত্রকে বলতে চেয়েছেন-তাঁর উত্তরসূরী যাতে পাণ্ডবদের আপন মনে করে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিশোধ স্পৃহা মনোভাব না রাখে। এই বার্তাটা কৌরব উত্তরসূরীকে দেওয়ার জন্য নাট্যকার ভাস সুকৌশলে পিতা পুত্রের মিলন ঘটিয়েছেন।

অতএব শুধুমাত্র নাট্যরস আস্বাদ কিংবা দর্শকদের আকর্ষণ তথা মনোরঞ্জনের জন্য নয়, নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীকে সাফল্যমণ্ডিত তথা সার্থকরূপ দেওয়ার জন্য উক্ত নাটকে দুর্জয় চরিত্রের আগমন ঘটানো হয়েছে।

কোথাও শিশুচরিত্র আবার নাট্যকারের লেখনীতে অতিমানবীয় হয়ে উঠেছে। যেমন 'বালচরিতম্' নাটকে বসুদেব পুত্র দামোদর শিশু চরিত্র। কালিয়দমন, কংসবধ, অরিষ্টর্ষভবধ ইত্যাদি সব অতিমানবীয়তা আলৌকিক কাজ সে সাধন করেছে। এইসব আলৌকিক কাজ সাধন করলেও দামোদরের মধ্যে শিশু সুলভ আচরণে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। কারণ শিশু তো শিশুই। চপলতা যার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দামোদরের মধ্যেও সেই শিশু সুলভ চপলতা বিদ্যমান ছিল। আর সেই জন্যই তো নিতান্ত শিশু বয়সেই তার বিরুদ্ধে মাতা যশোদার নিকট গোপ কন্যাদের বিস্তর অভিযোগ। তারপর একটু বড় হতেই তাঁকে গোপ কন্যাদের সঙ্গে নৃত্য করতে দেখা গেছে। নৃত্য করতে দেখা গেছে কালিয়নাগের মস্তকোপরে। এ যেন সত্যই আশ্চর্যজনক। দামোদর নিজেই সে পরাক্রমের বীরত্বের জয়গাথা বর্ণনা করেছেন-

"বিধ্বস্তমীনমকরাদ্ যমুনাহ্রদান্তাদ্
দর্পোচ্ছ্বয়েন মহতা দৃঢ়মুচ্ছ্বসন্তম্।
আশীবিষং কলুষমায়তবৃত্তভোগ-
মেষ প্রসহ্য সহসা ভুবি বিক্ষিপামি।" [8]

অর্থাৎ 'যে যমুনা হ্রদে মাছ, হাঙর সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেই হ্রদের মধ্যে থেকে মহা অহংকারে যে ভীষণ ফুঁসছে, ফনা বিস্তারকারী সেই পাপিষ্ঠ সর্পকে আমি এখনি মাটিতে সজোরে আছড়ে দিচ্ছি।'

দামোদরকে শিশুমাত্র মনে করে যখন অরিষ্টর্ষভ ঠাট্টা ও পরিহাস করছে তখন ক্ষুব্ধ দামোদরের কণ্ঠে প্রতিধ্বণিত হয়েছে মনুসংহিতার 'রাজধর্মঃ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটির মত (বালো'পি নাবমন্তব্য...) অভিমানীর সুর-

"ভো গোবৃষাধম্ ! কিং বাল ইতি মাং প্রধর্ষয়সি ?" [9]

অর্থাৎ 'ওরে অধম গোবৃষ, বালক বলে তুই আমাকে তাচ্ছিল করছিস ?' এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উপমা তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে-

"কিং দষ্টঃ কৃষ্ণসর্পেণ বালেন ন নিহন্যতে।
বালেন হি পুরা ক্রৌঞ্চঃ স্কন্দেন নিধনং গতঃ ।।" [10]

অর্থাৎ 'কেউটে সাপ বাচ্চা হলেও যাকে কামড়ায় সে কি মরে না? পুরাকালে শিশু কার্তিকেয়ই তো ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করেছিল।'

যাইহোক তাঁর বধের নিমিত্তে কংস প্রেরিত একে একে সমস্ত দানব অসুরদের তিনি নিঃশেষ করেছেন। অবশেষে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দামোদর কংসের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, পাপাচারী রাজা কংসের বধ নিশ্চিত করেছেন। কংসকে বধ করার পর দামোদর নিজে কিংবা পিতাকে অনায়াসে মথুরার সিংহাসনে বসাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বস্তুতঃ দামোদর ধর্মাত্মা, ধর্মই তার কাছে প্রধান। কেননা, প্রকৃত পক্ষে রাজ্যটি উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করেই কংস রাজা হয়েছিলেন। অতএব দামোদরের মতে যার রাজ্য তারই ফিরে পাওয়া উচিৎ, সুতরাং উগ্রসেন রাজা হিসাবে পুনরায় মথুরার সিংহাসনে অবতীর্ণ হলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দামোদর চরিত্রের মধ্যে ন্যায়, যুক্তিবাদী, ধার্মিক ইত্যাদি সুকুমার গুণগুলি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

যাইহোক বালস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) চরিতম্ (কর্মজাতম্) ইতি বালচরিতম্। বালচরিতমধিকৃত্য কৃতং নাটকমিতি বালচরিতম্। নাটকটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বালক বয়সের বিভিন্ন অলৌকিক ও দুঃসাহসিক কাজের বর্ণনা আছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই নাট্য কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। এদিক থেকে নাটকটির নামকরণ 'বালচরিতম্' যুক্তিসঙ্গতই হয়েছে।

জন্ম থেকে আরম্ভ করে কংস বধ পর্যন্ত দামোদর যে সব অলৌকিক কাজ করেছেন্ তা একমাত্র কোন অতিমানবের পক্ষেই সম্ভব। আর দামোদরকে অতিমানবের মূর্তিতে চিত্রিত করতে ভাস এতটুকু ত্রুটি রাখেননি। আর সেই জন্যই নাট্যকার বোধহয় দামোদরের চরিত্র-চিত্রণে তাঁর হৃদয়ের সবটুকু ভক্তিরস ঢেলে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ ভক্তিরসের প্লাবনে মানুষ দামোদর তলিয়ে গেছে, ঈশ্বর দামোদর ভেসে উঠেছেন। জগৎ রক্ষার্থে দুবৃত্ত তথা পাপাচারীদের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপণের জন্য বিভিন্ন অশুভশক্তি যেমন অরিষ্টর্ষভ, কালিয়, চানুর, মুষ্টিক, সবশেষ কংসবধের নিমিত্তে দামোদর চরিত্রের আগমন। নাটকের প্রারম্ভেই নারদের কাছ থেকে আমরা অবগত হয়েছি - "লোকহিতার্থে কংসবধার্থং বৃষ্ণিকুলে প্রসূতম্।" [11]

এককথায় একটি মানবশিশুকে দিয়ে নাট্যকার এমনসব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন যা একমাত্র কোন অতিমানবের পক্ষেই সম্ভব। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে ভাসের কাছে 'কৃষ্ণো হি ভগবান্ স্বয়ম্'। আর ভগবান রূপেই ধর্মের প্রতিনিধি রূপেনাটকটিতে ভাস দামোদর চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

কোথাও মাতার যথার্থ আজ্ঞা পালনকারী হিসাবে শিশু চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মধ্যমব্যায়োগ নাটকের ঘটোৎকচ চরিত্রটি । ভীমসেন ও ব্রাহ্মণের শত অনুনয় উপেক্ষা করে সে মায়ের ভোজ্যের জন্য একটি মাত্র মানুষের দাবিতে অচল থেকেছে।

"মুচ্যতামিতি বিস্রব্ধং ব্রবীতি যদি মে পিতা
ন মুচ্যতে তথা হ্যেষ গৃহীতো মাতুরাজ্ঞয়া ।" [12]

অর্থাৎ মায়ের আদেশ পালনের জন্য যাকে ধরেছি স্বয়ং পিতৃদেব আদেশ দিলেও তাকে ছাড়ব না। তার এরূপ মাতৃভক্তি ভীমসেনকেও মোহিত করেছে।

শুধু মাতৃভক্তিই নয় পিতৃভক্তিও তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। অজ্ঞাত পরিচয় পিতৃদেবের প্রতি ঘটোৎকচের গভীর শ্রদ্ধা। মাতৃপরিচয় প্রসঙ্গে গর্ব ভরে সে পিতৃপরিচয় উল্লেখ করেছে। নাটকের একেবারে শেষ লগ্নে দেখি মায়ের কাছে চাক্ষুষ পিতৃপরিচয় প্রাপ্তির পর কৃতকার্যের জন্যে ঘটোৎকচের অনুশোচনার অন্ত নেই। পিতার কাছে বিনম্র ভাষায় সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

মন্ত্রশক্তি আয়ত্ত করার মত মেধা তার আছে। মায়ের কাছে এই বয়সেই সে মায়াপাশ রচনার মন্ত্রশিক্ষা অর্জন করেছে। ঘটোৎকচ যথার্থ ক্ষত্রিয় গুণে ভূষিত। বায়ু দেবতার পৌত্র এবং ভীমসেনের পুত্র বলে অহংকার তার বীরত্বেরই অনুরূপ। কারও আদেশে বা ঔদ্ধত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্রাহ্মণ কুমারকে সে ছেড়ে দেয়নি। এর পাশাপাশি ঘটোৎকচের মানবিকতাও লক্ষনীয়। ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের পাত্র, একথা তার অজ্ঞাত নয়-

"জানামি সর্বত্র সদা চ নাম দ্বিজত্তোমা পূজ্যতমা পৃথিব্যাম্ ।" [13]

তাই আত্মকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি উপদ্রবে হৃদয় তার ভারাক্রান্ত। স্বভাবসিদ্ধ অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চায়- "মর্ষয়তু ভবান্ মর্ষয়তু। অহং মে প্রকৃতি দোষঃ।" [14] অর্থাৎ ক্ষমা করে দিন, এটা আমার স্বভাবের দোষ। ঘটোৎকচের আকৃতিতে রাক্ষসের সাদৃশ্য থাকলেও তার স্বভাবের মধ্যে কোথাও রাক্ষসোচিত বর্বরতা নেই। আছে ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব, দম্ভ এবং সাহসিকতা। চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন নিষ্পাপ, সরল, বিনয়, আর্যশিক্ষায়

শিক্ষিত শিষ্টাচারে নিপুণ, হৃদয়বান, নম্রতা, মিতভাষী ইত্যাদি গুণগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি ক্ষত্রিয়তেজ, কুমারোচিত, বীরত্বে বলীয়ান, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রকটিত হয়েছে। এ যেন দুই মেরুর এক সুন্দর তথা বিচিত্র মেলবন্ধন। বহির্দেশ বজ্রকঠিন অথচ অন্তরে কুসুম কোমল মানবিক গুণসম্পন্ন, এহেন কর্তব্যনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় অলংকারের মূর্তপ্রতীক ঘটোৎকচ চরিত্রটি সত্যই অনবদ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নাটকে বর্ণিত উপাখ্যানের সঙ্গে মহাভারতের কোন যোগ নেই। ভীম, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ এরা নিঃসন্দেহে মহাভারতের চরিত্র। কিন্তু নাটকীয় বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। মহাভারতীয় উপাখ্যানের সঙ্গে কল্পিত ঘটনার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সৃষ্টি করা এ নাটক সত্যিই অনবদ্য।

এইসব শিশুসুলভ চরিত্র সৃষ্টি করা কি শুধুই পাঠকবর্গের মনভরানোর প্রয়াস মাত্র? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঘটোৎকচ চরিত্রটি অপ্রধান চরিত্র হলেও গুরুত্বের বিচারে কোন অংশেই কম নয়। শুধু তাই নয়, উক্ত চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই নাট্য কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। অরণ্য বাসের সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে স্ত্রী হিড়িম্বার মিলন দেখানোই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যকে সার্থকমণ্ডিত করার জন্য নাট্যকার ঘটোৎকচকে মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এরপর নাটকীয় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকার মিলন সাধিত হয়েছে এবং নাট্যকারের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। অতএব শিশু চরিত্রগুলির উপস্থিতি তার অভিনয়, সংলাপ শুধুই পাঠকবর্গের কিংবা দর্শকবৃন্দের নয়ন লোভের মনোহরণ কিংবা হৃদয়স্পর্শী চিত্র সৃষ্টির জন্য কিংবা নাটকীয় রসবোধ, অলংকরণ সৃষ্টিতে নয়, নাট্যকাহিনীর ধারাবাহিকতা, নাট্যকাহিনীকে চরম লক্ষ্যে তথা প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ও সর্বোপরি নাট্যকাহিনীকে সার্থকরূপ দেওয়ার নেপথ্যে অন্যান্য প্রধান অপ্রধান চরিত্রের মতই শিশুচরিত্রগুলিও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

**তথ্যসূত্রঃ**


1. ঊরুভঙ্গম্, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৩
2. ঐ, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪
3. ঐ, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪
4. ঐ, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪
5. ঐ, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪
6. ঐ, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪
7. ঐ, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৫
8. বালচরিতম্, শ্লোক নং- ৪/৮
9. ঐ, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, একাদশ খণ্ড, তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-১৮৮
10. ঐ, শ্লোক নং- ৩/৯
11. ঐ, পৃষ্ঠা নং- ১৭১
12. মধ্যমব্যায়োগম্, শ্লোক নং-১/৩৬
13. ঐ, শ্লোক নং- ১/৯
14. ঐ, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দশম খণ্ড), পৃষ্ঠা নং- ১০৮


**তথ্যসূত্রঃ**


1. দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৯ (৩য় সংস্করণ)।
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮ (১ম সংস্করণ)।
3. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬ (১ম সংস্করণ)।
4. ভাস, ঊরুভঙ্গ, সম্পাদক কপিল দেবগিরি, বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০০১ (১ম সংস্করণ)।
5. ভাস, ঊরুভঙ্গ, সম্পাদক গঙ্গাসাগর রায়, বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৭৬ (১ম সংস্করণ)।
6. ভাস, ঊরুভঙ্গ, সম্পাদক নৃসিংহদেব শাস্ত্রী, বারাণসী : মোতিলাল বেনারসি দাস, ১৯৪১ (১ম সংস্করণ)।
7. ভাস, ঊরুভঙ্গ, সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ দেব, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (নবম খণ্ড), কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন, ১৯৮০ (প্রথম প্রকাশ)।
8. ভাস, ঊরুভঙ্গ, সম্পাদক সি আর দেবধর : মোতিলাল বেনারসি দাস, ১৯২৬ (১ম সংস্করণ)।
9. ভাস, বালচরিত, সম্পাদক গঙ্গাসাগর রায়, বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৮৯ (১ম সংস্করণ)।
10. ভাস, বালচরিত, সম্পাদক মুরারিমোহন সেন, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (একাদশ খণ্ড), কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন, ১৯৮১ (প্রথম প্রকাশ)।
11. ভাস, মধ্যমব্যায়োগ, সম্পাদক গঙ্গাসাগর রায়, বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৭ (১ম সংস্করণ)।
12. ভাস, মধ্যমব্যায়োগ, সম্পাদক সি আর দেবধর, দিল্লী : মোতিলাল বেনারসি দাস, ১৯২৬ (১ম সংস্করণ)।
13. ভাস, মধ্যমব্যায়োগ, সম্পাদক সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দশম খণ্ড), কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন, ১৯৮১ (প্রথম প্রকাশ)।
14. ভৌমিক, জাহ্নবি চরণ এবং মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক) কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ (৩য় সংস্করণ)।
15. Agarwall HR. A Short History of Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal 1963.
16. Dasgupta SN, Dey SK. A History of Sanskrit Literature (Classical Period). Kolkata: University of Calcutta 1975. (2nd ed.).
17. Jagirdar RV. Drama in Sanskrit Literature. Bombay: Popular Book Depot 1947 (1st ed.).
18. Keith AB. A History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD 1996.
19. Krishnamachariar M. History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD 1989.
20. Macdonell. Arthur Anthony. History of Classical Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal 1958.
21. Shastri SN. The Laws and Practice of Sanskrit Drama. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series 1961.